

মূল আরবি: শায়খ আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ আইনুল হুদা
অনুবাদ: আব্দুল্লাহ যোবায়ের

সহিহ হাদিসে

শবে বরাত

মূল আরবি

শায়খ আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ আইনুল হুদা

অনুবাদ

আব্দুল্লাহ যোবায়ের



সহিহ হাদিসে শবে বরাত

মূল আরবি: শায়খ আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ আইনুল হুদা

অনুবাদ: আব্দুল্লাহ যোবায়ের

প্রকাশকাল

শাবান ১৪৪২

এপ্রিল ২০২১

প্রকাশনায়

সওতুল মদীনা

মোবাইল : +৮৮০ ১৭৬৭ ৬৬৭১৭৮, +৮৮০ ১৬৭৬ ৬৭৩৯৪৬

ইমেইল: saotulmadina@gmail.com

ওয়েবসাইট: saotulmadina.com

অনলাইন পরিবেশক : www.rokomari.com

প্রচ্ছদ : মোঃ ওবাইদুল হক

গ্রাফিক্স : আর্টিস্টিক, ০১৭১৭ ২৫৪২৫৪

মূল্য : ৩০.০০ টাকা

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যাঁর নেয়ামতে যাবতীয় ভালো কাজ পূর্ণতা পায়, যার অনুগ্রহে কল্যাণ আর বরকত বর্ষিত হয়, যাঁর দেওয়া তাওফিকে সমস্ত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়। সালাত ও সালাম সমগ্র বিশ্বের নেতা তাঁর হাবিব সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবিদের উপর। আমাদের ইমাম আর শায়খগণের উপরও আল্লাহর সন্তুষ্টি বর্ষিত হোক। তাঁরা সবাই ছিলেন ইলম ও হিদায়েতের উজ্জ্বল আলোকবর্তিকাস্বরূপ।

বেশ কবছর ধরেই কাছে-দূরের মানুষের মূর্খতা, তাদের গালমন্দ, উপহাস আর তাকফিরের মুখোমুখি হওয়া আমার যেন দৈনন্দিন রুটিনে পরিণত হয়েছে। চিন্তাধারার স্বচ্ছতা, সুন্নাহসম্মত ব্যাখ্যা, আমার প্রাথমিক অবস্থায় আমার প্রতি মুর্শিদে মুহতারামের মহব্বত ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি- এগুলোই ছিল মূল কারণ। যাই হোক, যেসব আকীদা এখানে ওখানে শোনা যায় অথবা মানুষ বলে, তার বদলে যে আকীদা লিখিতভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত, তেমন সহিহ আকীদা আর সহিহ ইলম নিয়ে আমি এই পথে চলেছি। বাস্তব অবস্থা দেখে আমি খুবই অবাক হয়েছি যে, কারও কারও কাছে সর্বাবস্থায় দুনিয়া, খ্যাতি, পদ-পদবী আর দ্বীন সম্পর্কে মূর্খ থাকাই যেন চূড়ান্ত লক্ষ্য। তাই আমি বলি,

غَلَبَ العِلْمَ الجَهْلُ ، وتَحَيَّرَ في الفِتَنِ العَقْلُ

سَادَ فِيْ الأَرْضِ الظُّلْمُ ، وغَابَ منْ النُّخْبَةِ الحِلْمُ

‘জ্ঞানের উপর মূর্খতা যেমন বিজয়ী হয়েছে, তেমনি ফিতনায় বোধ-বুদ্ধি আজ দিশেহারা

পৃথিবী ছেয়ে গেছে অন্ধকারে আর বিশিষ্টজনদের সহনশীলতাও হারিয়ে গেছে।

আমাদের ইমাম শাফেঈ র. বলেছেন,

أَعْرِضْ عَنْ الْجَاهِلِ السَّفِيْهِ   فَكُلُّ مَا قَالَ فَهُوَ فيهِ

ما ضَرَّ نَهْرَ الفُرَاتِ يَومً   إِنْ خَاضَ بَعْضُ الكِلَابِ فِيْهِ

‘মূর্খ আর নির্বোধকে উপেক্ষা করো,
সে যা বলে, সবই তো তার মাঝে
কোনদিন কুকুর যদি মুখ দেয়-
তাতে ফোরাত নদীর কিই বা আসে যায়।

শবে বরাত সম্পর্কিত এই পুস্তিকাটি মাত্র অল্প কয়েক পৃষ্ঠার ইলমী আলোচনা। বাড়াবাড়ি বা ভুল-ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকার দাবী আমি করবো না। কারণ মানুষ হিসেবে আমি ক্ষুদ্রজ্ঞান আর স্বল্পবুঝের উর্ধে নই। এরপরও এই অধম সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে মৌলিক সূত্রগুলো থেকে শুদ্ধ জ্ঞান ও উপলব্ধি তুলে ধরার জন্য। এখানে যা কিছু নির্ভুল, বিশুদ্ধ আর যথাযথ হয়েছে, তা সবই আমার পরম করুণাময় দয়ালু মেহেরবান আল্লাহর অনুগ্রহ। তাই সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি নেককারদের প্রতিদান বরবাদ করেন না।

বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ও ইলমী ফায়েদার জন্য বিশেষভাবে শুকরিয়া আদায় করছি আমার উসতায ও বড় ভাই শায়খুল হাদিস আল্লামা মুহাম্মদ শামসুল হুদা হাফিজাহুল্লাহর। আমার উসতায ও ভাই শায়খ মুহাম্মদ ফখরুল হুদা, শায়খ মুহাম্মদ আব্দুল আউয়াল হেলাল, শায়খ হুসাইন আহমদ আমিনি, স্নেহাস্পদ আব্দুল্লাহ যোবায়ের, স্নেহাস্পদ নাঈম আহমদসহ যারাই এই লেখায় সহায়তা করেছেন, সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের ভালো আমলগুলো কবুল করেন, আমাদের নিয়্যত আর আমলকে নুরানি করেন আর যুগ-যুগান্তরে মানুষের হিদায়েতের জন্য আমাদের চেষ্টায় বরকত দান করেন। আমরা তো কেবল চেষ্টাই করতে পারি, পূর্ণতা দেবেন আল্লাহ।

আসুন আমরা সবাই মুহাম্মদি হই, বিশ্বজনীন হই, সুসংবাদদাতা হই। আমরা যেন সাম্প্রদায়িক, দলান্ধ আর রূঢ়ভাষী না হই।

খাদিমুল ইলমিশ শারিফ
আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ আইনুল হুদা

অনুবাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসুলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন।

শবে বরাত সম্পর্কিত ক্ষুদ্র কলেবরের এ পুস্তিকাটি সওতুল মদীনা প্রকাশনী থেকে প্রথমবারের মতো বের হচ্ছে। এটি আসলে মূল লেখকের আরেকটি প্রকাশিতব্য গ্রন্থ আল খুতবাতুল হানাফিয়্যাহ এর 'লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান লাইলাতুর রাহমাতি ওয়াল গুফরান' এবং 'এহইয়াউ লাইলাতিন নিসফি মিন শাবান বাইনাত তাবিয়িনা ওয়া আহলিল ইরফান' শীর্ষক দুটি খুতবার বঙ্গানুবাদ। বাঙালি পাঠকের প্রয়োজনে আমরা এ পুস্তিকায় কিছু সংযোজন-বিয়োজন করেছি। বিশেষত আল খুতবাতুল হানাফিয়্যাহ গ্রন্থের মূল ভূমিকাটি এখানে কিছুটা পরিবর্তন করে যুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া বইয়ের শেষে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অল্প কিছু কথা যুক্ত করা হয়েছে।

বেশ কয়েক বছর ধরে হাদিসে প্রমাণিত শবে বরাতের ফযিলতকে অস্বীকার করার একটি প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। আশঙ্কার বিষয় হলো, এ ধরনের কার্যক্রম শবে বরাতেই সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং দ্বীনের অনেক মৌলিক বিষয় নিয়ে মানুষের মনে সন্দেহ ও সংশয়ের বীজ বুনে দেয়া হয়। আশা করি ক্ষুদ্র কলেবরের এ পুস্তিকা শবে বরাতের ব্যাপারে হাদিসের আলোকে পরিষ্কার একটি ধারনা পেতে পাঠককে সাহায্য করবে।

আব্দুল্লাহ যোবায়ের
সম্পাদক
সওতুল মদীনা
saotulmadina@gmail.com

শাবান ১৪৪২ হি.

সূচিপত্র

মধ্য শাবানের রজনী রহমত আর ক্ষমাপ্রাপ্তির রজনী

إنّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُه، وَنَسْتَعِيْنُه، وَنَسْتَغْفِرُه، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلّ لَه، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَه، وَأَشْهَدُ أنْ لّا إلهَ إلّا اللهُ، وَحْدَه، لا شَرِيْكَ لَه، وَأَشْهَدُ أنّ مُحَمّدًا عَبْدُه وَرَسُوْلُه (يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا اتّقُوا اللهَ حَقّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنّ إِلّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)، (يَا أَيُّهَا النّاسُ اتّقُوا رَبّكُمُ الّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتّقُوا اللهَ الّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا)، (يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا اتّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا* يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا)[1]

أَمّا بَعْدُ، فَإِنّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، وَشَرّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ، وَكُلّ بِدْعَةٍ ، ضَلَالَةٌ ، وَكُلّ ضَلَالَةٍ فِي النّارِ[2,3]

প্রিয় মুসলিম ভাইয়েরা, মধ্য শাবানের রজনীর ফযিলত ও সে রাতে ইবাদত করা নিয়ে হাদিস ও আসারে সুস্পষ্টভাবে বলা আছে। ঐ বর্ণনাগুলোতে মধ্য শাবানের রজনী বা শবে বরাতের ফযিলত ভালোভাবেই সাব্যস্ত হয়। মধ্য শাবানের রজনী রহমত আর ক্ষমাপ্রাপ্তির রজনী। এ বিষয়ে আমরা কিছু হাদিস উল্লেখ করছি।

তাবারানি মুয়ায ইবন জাবাল রা. এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

---

1 خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه للألباني ، ص 6 إلى 8

2 صحيح مسلم ، كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة ، حديث 867

3 المعجم الكبير للطبراني ، حديث 8521 (وكل محدثة بدعة ، وكل ضلالة في النار

يَطَّلِعُ اللهُ إِلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، إِلَّا لِمُشْرِكٍ، أَوْ مُشَاحِنٍ[4] صَحِيْحٌ رِجَالُه ثِقَاتٌ

'আল্লাহ মধ্য শাবানের রাতে সমস্ত সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি দেন এবং মুশরিক ও হিংসুক ব্যতীত তাঁর সৃষ্টির সকলকে ক্ষমা করেন।' (হাদিসটি সহিহ, এর রাবীগণ সবাই সিকাহ বা বিশ্বস্ত)

বাযযার আবু বকর আস সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يَنْزِلُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ مُشْرِكٍ، أَوْ مُشَاحِنٍ لِأَخِيهِ[5] صَحِيْحٌ

'আল্লাহ মধ্য শাবানের রাতে দুনিয়ার আসমানে অবতীর্ণ হন এবং মুশরিক ও নিজ ভাইয়ের প্রতি হিংসুক ব্যতীত তাঁর সকল বান্দাকে ক্ষমা করেন।' (হাদিসটি সহিহ)

বাযযার আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

---

4 المعجم الكبير للطبراني رقم 215

المعجم الأوسط رقم 6776-

مجمع الزوائد 12960 رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ وَرِجَالُهُمَا ثِقَاتٌ-

سلسلة الأحاديث الصحيحة 1144 وقال الألباني: حديث صحيح، روي عن جماعة من- الصحابة من طرق مختلفة يشد بعضها بعضا وهم معاذ ابن جبل وأبو ثعلبة الخشني وعبد الله بن عمرو وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة

وأبي بكر الصديق وعوف ابن مالك وعائشة

5 مسند البزار رقم 80 ج 1 ص 157

مجمع الزوائد 12957 عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْجَرْحِ- وَالتَّعْدِيلِ، وَلَمْ يُضَعِّفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ

كتاب السنة لأبي عاصم ت 287 ، رقم 509 وقال المحقق الألباني صحيح-

إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، يَغْفِرُ اللهُ لِعِبَادِهِ، إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ [6] حَسَنٌ بِشَوَاهِدِه

'আল্লাহ মধ্য শাবানের রাতে মুশরিক ও হিংসুক ব্যতীত তাঁর সকল বান্দাকে ক্ষমা করেন।' (হাদিসটি শাওয়াহিদের কারণে হাসান)

বাযযার আউফ ইবন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

يَطَّلِعُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لَهُمْ كُلِّهِمْ، إِلَّا لِمُشْرِكٍ، أَوْ مُشَاحِنٍ [7] حَسَنٌ بِشَوَاهِدِه

'আল্লাহ মধ্য শাবানের রাতে সমস্ত সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি দেন এবং মুশরিক ও হিংসুক ব্যতীত তাঁদের সবাইকে ক্ষমা করেন।' (হাদিসটি শাওয়াহিদের কারণে হাসান)

তাবারানি আবু সালাবাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

يَطْلُعُ اللهُ عَلَى عِبَادِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيُمْهِلُ الْكَافِرِينَ، وَيَدَعُ أَهْلَ الْحِقْدِ بِحِقْدِهِمْ حَتَّى يَدَعُوهُ [8] حَسَنٌ بِشَوَاهِدِه

---

6 مسند البزار 9268

مجمع الزوائد 12958 رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ-

7 مسند البزار 2754

مجمع الزوائد 12959 عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ، وَثَّقَهُ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَضَعَّفَهُ جُمْهُورُ الْأَئِمَّةِ، وَابْنُ لَهِيعَةَ لَيِّنٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ -

8 المعجم الكبير للطبراني 590 ، 593 ، 678

مجمع الزوائد 12962 رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ الْأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ-

‘আল্লাহ মধ্য শাবানের রাতে তাঁর বান্দাদের প্রতি মনোযোগী হন এবং সমস্ত মুমিনকে ক্ষমা করে দেন, কাফিরদের অবকাশ দেন এবং বিদ্বেষপোষণকারীদেরকে তাদের বিদ্বেষসহ ছেড়ে দেন, যতক্ষণ না তারা সেটা ত্যাগ করে।’ (হাদিসটি শাওয়াহিদের কারণে হাসান)

ইবন মাজাহ আবু মুসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসুল (সঃ) বলেছেন,

"إِنَّ اللهَ لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ ، [9] حَسَنٌ لِشَوَاهِدَه

‘আল্লাহ মধ্য শাবানের রাতে তার সৃষ্টির প্রতি (রহমতের) দৃষ্টিপাত করেন এবং মুশরিক ও বিদ্বেষপোষণকারী ব্যতিত সকলকে ক্ষমা করে দেন।’ (হাদিসটি শাওয়াহিদের কারণে হাসান)

ইমাম আহমদ আব্দুল্লাহ ইবন আমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

يَطَّلِعُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ إِلَّا لِاثْنَيْنِ: مُشَاحِنٍ، وَقَاتِلِ نَفْسٍ. [10] صَحِيْحٌ بِشَوَاهِدِه

---

9 سنن ابن ماجه 1390 قال المحقق شعيب الأرناؤوط: حسن بشواهده

صحيح سنن ابن ماجه للألباني-

10 مسند أحمد 6642

قال المحقق شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح بشواهده، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة، وحيي بن عبد الله. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/65، وقال: رواه أحمد، وفيه ابنُ لهيعة، وهو لين الحديث، وبقية رجاله وثقوا. وله شاهد من حديث عائشة، سيرد 6/238. وآخر من حديث معاذ بن جبل عند ابن حبان برقم (5665) . وثالث من حديث أبي موسى الأشعري عند ابن ماجه (1390) ، وابن أبي عاصم (510) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (3833) ، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (763) . ورابع من حديث أبي بكر عند البزار (2045) ، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 136، والبيهقي في "شعب الإيمان" (3828) و (3829) ، وابن أبي عاصم (509) ، واللالكائي (750) .وخامس

'আল্লাহ মধ্য শাবানের রাতে তার সৃষ্টির প্রতি (রহমতের) দৃষ্টিপাত করেন এবং দু'শ্রেণির লোক: বিদ্বেষপোষণকারী ও খুনী ব্যতিত সকলকে ক্ষমা করে দেন।' (হাদিসটি অন্যান্য শাওয়াহিদের কারণে সহিহ)

ইমাম তিরমিযি, ইবন মাজাহ ও আহমদ বলেন, আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন,

فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَخَرَجْتُ، فَإِذَا هُوَ بِالبَقِيعِ، فَقَالَ: أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ[11]

من حديث أبي ثعلبة الخشني عند ابن أبي عاصم في "السنة" (511) ، واللالكائي (760) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (3831) و (3832) . وسادس من حديث أبي هريرة عند البزار (2046) . وسابع من حديث عوف بن مالك عند البزار (2048) . وعندهم جميعاً لفظ: "مشرك" بدل: "قاتل نفس" الذي تفرد به أحمد من حديث عبد الله بن عمرو. وهذه الشواهد وإن كان في إسناد كل منها مقال إلا أنه بمجموعها يصح الحديث ويقوى. وقد نقل القاسمي في كتابه "إصلاح المساجد" ص 100 عن أهل التعديل والتجريح "أنه ليس في فضل ليلة النصف من شعبان حديث يصح"، وهذا يعني أنه ليس في هذا الباب حديث يصح إسناده، ولكن بمجموع تلك الأسانيد يعتضد الحديث ويتقوى

.مجمع الزوائد 12961 رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَهُوَ لَيِّنُ الْحَدِيثِ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ وُثِّقُوا-

قال الألباني حسن لتابعه، سلسلة الأحاديث الصحيحة 1144-

قال المحقق أحمد شاكر في تحقيقه لمسند أحمد: إسناده صحيح-

11 سنن الترمذي 739 أبواب الصوم باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان

سنن ابن ماجه 1389 أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان-

مسند أحمد 26018-

قال الألباني في الصحيحة 1144: وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح- بلا ريب والصحة تثبت بأقل منها عددا ما دامت سالمة من الضعف الشديد كما هو

এক রাতে আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে হারিয়ে ফেললাম। তখন তাঁকে [খুঁজতে] বের হলাম এবং জান্নাতুল বাকীতে পেলাম। তিনি বললেন, তুমি কি ভয় করছ আল্লাহ ও তার রাসূল তোমার প্রতি কোন অবিচার করবেন? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি অনুমান করলাম আপনি আপনার অন্য কোন স্ত্রীর কাছে গিয়েছেন। তিনি বললেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা মধ্য শা'বানে (১৫ তারিখের রাতে) দুনিয়ার কাছের আকাশে অবতীর্ণ হন। তারপর কালব গোত্রের বকরী পালের লোমের চেয়েও বেশী সংখ্যক লোককে তিনি মাফ করে দেন।'

বায়হাকি আলা ইবন হারিসের সূত্রে বর্ণনা করেন, আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন,

قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنَ اللّيْلِ يُصَلِّي فَأَطَالَ السُّجُودَ حَتّى ظَنَنْتُ أَنّهُ قَدْ قُبِضَ، فَلَمّا رَأَيْتُ ذَلِكَ قُمْتُ حَتّى حَرّكْتُ إِبْهَامَهُ فَتَحَرّكَ، فَرَجَعْتُ، فَلَمّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، وَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، قَالَ: " يَا عَائِشَةُ أَوْ يَا حُمَيْرَاءُ ظَنَنْتِ أَنّ النّبِيّ خَاسَ بِكِ؟ "، قُلْتُ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ وَلَكِنّي ظَنَنْتُ أَنّكَ -قُبِضْتَ لِطُولِ سُجُودِكَ، فَقَالَ: " أَتَدْرِينَ أَيّ لَيْلَةٍ هَذِهِ؟ "، قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: " هَذِهِ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، إِنّ اللهَ عَزّ وَجَلّ يَطّلِعُ عَلَى عِبَادِهِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِلْمُسْتَغْفِرِينَ، وَيَرْحَمُ الْمُسْتَرْحِمِينَ، وَيُؤَخِّرُ أَهْلَ الْحِقْدِ كَمَا هُمْ " [12] مُرْسَلٌ جَيِّدٌ

الشأن في هذا الحديث ، فما نقله الشيخ القاسمي رحمه الله تعالى في " إصلاح المساجد " (ص 107) عن أهل التعديل والتجريح أنه ليس في فضل ليلة النصف من شعبان حديث صحيح، فليس مما ينبغي الاعتماد عليه، ولئن كان أحد منهم أطلق مثل هذا القول فإنما أوتي من قبل التسرع وعدم وسع الجهد لتتبع الطرق على هذا النحو الذي بين يديك.

12 شعب الإيمان 3554 ج 5 ص 361 وقال: هَذَا مُرْسَلٌ جَيِّدٌ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ أَخَذَهُ مِنْ مَكْحُولٍ وَاللهُ أَعْلَمُ

‘এক রাতে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযে দাঁড়ালেন। তিনি এত লম্বা সময় সিজদা দিলেন যে, আমার শঙ্কা হলো তাঁর রুহ হয়তো কবজ করা হয়েছে। এই অবস্থা দেখে আমি দাঁড়িয়ে তাঁর বুড়ো আঙুল ধরে নাড়া দিলাম। তিনি নড়ে উঠলেন। এরপর আমি ফিরে আসলাম। এরপর যখন মাথা উঠালেন, আমাকে বললেন, ‘আয়েশা। অথবা বললেন, ‘হুমায়রা। কী ভেবেছিলে নবি তোমার সাথে বিশ্বাসভঙ্গ করবেন?’ আমি বললাম, ‘আল্লাহর কসম। এমনটি ভাবিনি ইয়া রাসুলাল্লাহ। আপনার দীর্ঘ সিজদার জন্য ভেবেছিলাম হয়তো আপনার রুহ কবজ হয়ে গেছে।’ তিনি বললেন, ‘জানো এটা কোন রাত?’ আমি বললাম, ‘আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, ‘এটা মধ্য শাবানের রাত। আল্লাহ তায়ালা শাবানের মধ্য রজনীতে বান্দাদের প্রতি মনোযোগী হন এবং ক্ষমাপ্রার্থনাকারীদের ক্ষমা করেন, করুণাপ্রার্থীদের করুণা করেন এবং বিদ্বেষপোষণকারীদের তাদের অবস্থার উপরেই অবকাশ দিয়ে রাখেন।’ (এটি মুরসাল জায়্যিদ)

আরেকটি হাদিসে আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ لَيْلَتِي، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدِي، فَلَمَّا كَانَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَقَدْتُهُ، فَأَخَذَنِي مَا -يَأْخُذُ النِّسَاءَ مِنَ الْغَيْرَةِ فَتَلَفَّفْتُ بِمِرْطِي أَمَّا وَاللهِ مَا كَانَ خَزٌّ، وَلَا قَزٌّ، وَلَا حَرِيرٌ، وَلَا دِيبَاجٌ، وَلَا قُطْنٌ، وَلَا كَتَّانٌ، قِيلَ لَهَا: مِمَّ كَانَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ؟، قَالَتْ: كَانَ سُدَاهُ شَعْرًا وَلُحْمَتُهُ مِنْ أَوْبَارِ الْإِبِلِ، قَالَتْ: فَطَلَبْتُهُ فِي حُجَرِ نِسَائِهِ فَلَمْ أَجِدْهُ فَانْصَرَفْتُ إِلَى حُجْرَتِي فَإِذَا أَنَا بِهِ كَالثَّوْبِ السَّاقِطِ وَهُوَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: سَجَدَ لَكَ خَيَالِي وَسَوَادِي، وَآمَنَ بِكَ فُؤَادِي، فَهَذِهِ يَدِي وَمَا جَنَيْتُ بِهَا عَلَى نَفْسِي يَا عَظِيمُ يُرْجَى لِكُلِّ عَظِيمٍ، يَا عَظِيمُ اغْفِرِ الذَّنْبَ الْعَظِيمَ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ "، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ عَادَ سَاجِدًا، فَقَالَ: " أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ، أَقُولُ كَمَا قَالَ أَخِي دَاوُدُ، أَعْفُرُ وَجْهِي فِي التُّرَابِ لِسَيِّدِي، وَحَقٌّ

لَهُ أَنْ يُسْجَدَ "، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: " اللهُمَّ ارْزُقْنِي قَلْبًا تَقِيًّا مِنَ الشَّرِّ نَقِيًّا لَا جَافِيًا وَلَا شَقِيًّا "، ثُمَّ انْصَرَفَ فَدَخَلَ مَعِي فِي الْخَمِيلَةِ وَلِي نَفَسٌ عَالٍ، فَقَالَ: " مَا هَذَا النَّفَسُ يَا حُمَيْرَاءُ؟ "، فَأَخْبَرْتُهُ فَطَفِقَ يَمْسَحُ بِيَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتِي، وَهُوَ يَقُولُ: " وَيْحَ هَاتَيْنِ الرُّكْبَتَيْنِ مَا لَقِيَتَا هَذِهِ اللَّيْلَةَ، لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يَنْزِلُ اللهُ تَعَالَى فِيهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ إِلَّا الْمُشْرِكَ وَالْمُشَاحِنَ[13]

'মধ্য শাবানের রাত ছিল [স্ত্রীদের মধ্যে পর্যায়ক্রমে] আমার রাত। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাই আমার কাছে ছিলেন। কিন্তু মধ্য রাতে আমি তাঁকে হারিয়ে ফেললাম। তখন নারীদের যে অনুভূতি হয়, অর্থাৎ আত্মমর্যাদাবোধ বা গায়রথ, সেটা আমাকে পেয়ে বসলো। তখন আমি একটি আচ্ছাদনে মাথা ঢেকে নিলাম। আল্লাহর কসম, সেটা রেশম, সিল্ক, কাতান বা লিলেন কিছুরই ছিল না।' তাঁকে একজন জিজ্ঞেস করলো, 'ইয়া উম্মাল মুমিনিন। তবে সেটা কিসের ছিল?' তিনি বললেন, 'লম্বালম্বিভাবে বিস্তৃত পশমের টানার[১৪] উপর উটের পশম দিয়ে বোনা ছিল সেটি।' এরপর তাঁকে আমি অন্য স্ত্রীদের ঘরে খুঁজলাম। কিন্তু না পেয়ে ঘরে ফিরে আসলাম। হঠাৎ তাঁকে রেখে দেওয়া কাপড়ের মতো তাঁকে দেখতে পেলাম। তিনি সিজদায় বলছিলেন, 'আপনার জন্য আমার তনুমন সিজদা করছে। আপনার প্রতিই আমার হৃদয় ঈমান এনেছে। এই যে আমার হাত। এটা দিয়ে আমি নিজের উপর কোন পাপ করিনি। হে মহান, আপনার কাছেই তো সমস্ত মহান বিষয় আশা করা যায়। হে মহান। আপনি মারাত্মক গুনাহগুলোও ক্ষমা করুন। আমার চেহারা তাঁর জন্য সিজদা করছে, যিনি এই চেহারাকে সৃষ্টি করেছেন এবং এর মধ্যেই চোখ-কান দিয়েছেন।' এরপর তিনি মাথা উঠিয়ে ফের সিজদায় চলে গেলেন। বললেন, 'আপনার সন্তুষ্টির মাধ্যমে আপনার অসন্তুষ্টি থেকে, আপনার ক্ষমার মাধ্যমে আপনার শাস্তি থেকে এবং আপনার মাধ্যমে আপনার থেকে পানা চাই। আমি আপনার প্রশংসা করে শেষ করতে পারবো না। আপনি নিজে যেমন আপনার প্রশংসা করেছেন, আপনি তেমনই। আমার

13 شعب الإيمان 3557

১৪ তাঁত শিল্পে লম্বালম্বি সুতাগুলোকে টানা এবং আড়াআড়ি সুতাগুলোকে পোড়েন বলা হয়।

ভাই দাউদ যেমন বলেছেন, আমিও তেমনি বলি-‘মাটিতে আমি আমার চেহারা ঢেকে ফেলি আমার প্রভূর জন্য। তাঁকে সিজদা করাই তাঁর অধিকার।’ এরপর মাথা উঠিয়ে বললেন, ‘হে আল্লাহ। আমাকে এমন হৃদয় দান করুন, যা মন্দ থেকে মুক্ত, যা পবিত্র এবং যা কঠোর আর দূর্ভাগা নয়।’ এরপর ফিরে এসে তিনি আমার সাথে চাদরের নিচে ঢুকলেন। তখনও আমি হাঁপাচ্ছিলাম। তিনি বললেন, ‘হুমায়রা। এভাবে শ্বাস নিচ্ছো কেন? তখন আমি [ঘুরে ঘুরে তাঁকে খোঁজার কথা] জানালাম। তিনি আমার দু’হাঁটুতে হাত বুলিয়ে বলতে লাগলেন, ‘এরাতে, এই মধ্য শাবানের রাতে এই দু’হাঁটু [যে কষ্ট] পেয়েছে, সেজন্য আফসোস। আল্লাহ তায়ালা এ রাতে দুনিয়ার আসমানে অবতীর্ণ হন এবং মুশরিক আর বিদ্বেষপোণকারী ছাড়া অন্যদের ক্ষমা করে দেন।’

উসমান ইবন আবিল আস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মহানবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ نَادَى مُنَادٍ: هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ، هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ فَلَا يَسْأَلُ أَحَدٌ شَيْئًا إِلَّا أُعْطِيَ إِلَّا زَانِيَةٌ بِفَرْجِهَا أَوْ مُشْرِكٌ [15] قِيْلَ: فِيْ السَّنَدِ غَرَابَةٌ

‘যখন মধ্য শাবানের রজনী আসে, একজন ঘোষক ডাকেন- ‘কোন ক্ষমাপ্রার্থনাকারী কি আছে, যাকে ক্ষমা করা হবে, কোন প্রার্থনাকারী কি আছে, যার প্রার্থনা মঞ্জুর করা হবে? সে রাতে যেই প্রার্থনা করবে, তাকে ক্ষমা করা হবে। তবে যে নিজের লজ্জাস্থান নিয়ে ব্যভিচার করে আর যে মুশরিক, সে ছাড়া।’ বলা হয়, হাদিসটির সনদ গরিব।

---

15 شعب الإيمان 3555

مساوئ الأخلاق للخرائطي 467-

মধ্য শাবানের রজনীতে তোমরা রাতে সালাত আদায় করো এবং দিনে রোযা রাখো

ইবন মাজাহ আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا، فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ أَلَا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ أَلَا كَذَا أَلَا كَذَا، حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ[16]

'শা'বান মাসের পনের তারিখ রাত হলে তোমরা সে রাত্রে সালাত আদায় কর ও দিনে রোযা রাখো। কেননা, আল্লাহ তাআলা এ রাত্রে সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার আকাশে অবতীর্ণ হন এবং (দুনিয়াবাসীকে উদ্দেশ্য করে) বলেন, কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি? আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো। কোন রিযকপ্রার্থী আছে কি, আমি তাকে রিযক দান করব? কোন বিপদগ্রস্ত কি আছে, আমি তাকে বিপদমুক্ত করে দেব? [এভাবে আল্লাহ মানুষের প্রতিটি দরকার ও প্রতিটি বিপদের নাম উল্লেখ করে ডাকেন] এমন এমন কেউ আছে কি? সকাল হওয়া পর্যন্ত তিনি আহ্বান করতে থাকেন।'

قُلْتُ: قَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِيْنَ ضَعِيْفٌ جِدًّا [17] أَوْ مَوْضُوْعٌ ، وَلٰكِنْ فَضْلُ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَقِيَامِهَا ثَابِتٌ بِالأَحَادِيْثِ الْمُتَقَدِّمَةِ ، وَأَمَّا نُزُوْلُ الرَّبِّ بِلَا تَشْبِيْهٍ [18] ثَابِتٌ أَيْضًا فِيْ حَدِيْثٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ ، وَأَمَّا صِيَامُ نَهَارِهَا فَثَابِتٌ بِحَدِيْثَيْنِ فِيْ صَحِيْحِ مُسْلِمٍ ، فَالْحَدِيْثُ صَحِيْحُ الْمَعْنٰى

---

16 سنن ابن ماجه 1388 قال المحقق شعيب الأرناؤوط: إسناده تالف بمرة، ابن أبي سبرة -وهو أبو بكر بن عبد الله بن محمّد القرشي- رموه بالوضع. إبراهيم بن محمّد: هو ابن علي بن عبد الله بن جعفر. وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (3822)، وفي "فضائل الأوقات" (24)، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة أبي بكر بن عبد الله بن محمّد بن سبرة 33/ 107 من طريق الحسن بن علي الخلال، بهذا الإسناد.

17 ضعيف سنن ابن ماجه

18 قَال النووي في شرح مسلم: هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَحَادِيثِ الصِّفَاتِ وَفِيهِ مَذْهَبَانِ

আমি [মূল লেখক] বলি, এ হাদিসটিকে কোন কোন মুহাক্কিক অত্যন্ত দূর্বল আবার কেউ মাউজু বলেছেন। কিন্তু পূর্বের হাদিসগুলো থেকে শাবানের মধ্যরাত আর তার নামাযের ফযিলত সাব্যস্ত হয়েছে। হাদিসে আল্লাহর যে অবতরণের কথা বলা হয়েছে, তার সাথে সৃষ্টির কোন সাদৃশ্য নেই। এ বিষয়টিও বুখারি ও মুসলিমের ঐক্যমতপূর্ণ একটি হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত। এছাড়া দিনের বেলা রোযা রাখাও সহিহ মুসলিমের দুটি হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত। অতএব এ হাদিসটি অর্থগতভাবে সহিহ বা বিশুদ্ধ।

প্রতি রাতে আল্লাহর অবতীর্ণ হওয়া

আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ[19]

'আমাদের বরকতময় মহান প্রতিপালক প্রত্যহ রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশে নীচের আসমানে অবতরণ করেন এবং বলেন, 'কে আমাকে ডাকে? আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কে আমার নিকট প্রার্থনা করে? আমি তাকে দান করব। এবং কে আমার নিকট ক্ষমা চায়? আমি তাকে ক্ষমা করব। (ফজর পর্যন্ত এ আহ্বান থাকে।)'

مَشْهُورَانِ لِلْعُلَمَاءِ سَبَقَ إِيضَاحُهُمَا فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ وَمُخْتَصَرُهُمَا أَنَّ أَحَدُهُمَا وَهُوَ مَذْهَبُ جُمْهُورِ السَّلَفِ وَبَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ أَنَّهُ يُؤْمِنُ بِأَنَّهَا حَقٌّ عَلَى مَا يَلِيقُ بِاللهِ تَعَالَى وَأَنَّ ظَاهِرَهَا الْمُتَعَارَفُ فِي حَقِّنَا غَيْرُ مُرَادٍ وَلَا يَتَكَلَّمُ فِي تَأْوِيلِهَا مَعَ اعْتِقَادِ تَنْزِيهِ اللهِ تَعَالَى عَنْ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِ وَعَنِ الِانْتِقَالِ والحركات وسائر سمات الخلق والثاني مذهب أكثر المتكلمين وَجَمَاعَاتٍ مِنَ السَّلَفِ وَهُوَ مَحْكِيٌّ هُنَا عَنْ مَالِكٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهَا تُتَأَوَّلُ عَلَى مَا يَلِيقُ بها بِحَسَبِ مَوَاطِنِهَا فَعَلَى هَذَا تَأَوَّلُوا هَذَا الْحَدِيثَ تَأْوِيلَيْنِ أَحَدُهُمَا تَأْوِيلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَغَيْرِهِ مَعْنَاهُ تَنْزِلُ رَحْمَتُهُ وَأَمْرُهُ وَمَلَائِكَتُهُ كَمَا يُقَالُ فَعَلَ السُّلْطَانُ كَذَا إِذَا فَعَلَهُ أَتْبَاعُهُ بِأَمْرِهِ وَالثَّانِي أَنَّهُ عَلَى الِاسْتِعَارَةِ وَمَعْنَاهُ الْإِقْبَالُ عَلَى الداعين بالإجابة واللطف والله أعلم

الحافظُ ابنُ تَيْمِيّةَ نُسِبَ إلى التّجْسِيْمِ: قَالَ الحافظُ ابنُ حَجَرٍ فِي الدُّرَرِ الكَامِنَةِ عَنْ الحَافِظِ ابنِ تَيمِيّةَ أَنّه: ذَكَرَ حَدِيثَ النُّزُوْلِ فَنَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ دَرَجَتَيْنِ فَقَالَ كَنُزُوْلِي هَذَا، فَنُسِبَ إِلَى التّجْسِيْمِ - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، ج 1 ، ص 180

19 صحيح البخاري 1145 ، صحيح مسلم 758

মধ্য শাবানে রোযা রাখা

ইমরান ইবনু হুসায়ন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَهُ -: أَصُمْتَ مِنْ سُرَرِ شَعْبَانَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَإِذَا أَفْطَرْتَ، فَصُمْ يَوْمَيْنِ [20] فَإِذَا أَفْطَرْتَ مِنْ رَمَضَانَ، فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ[21]

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি শা'বান মাসের মধ্যভাগে সওম পালন করেছিলে?' তিনি বললেন, 'না।' তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তাহলে ঈদুল ফিতরের পরে দু'দিন সাওম পালন করে নিও।'

শাবান মাসের মধ্যরাতের রাত্রিজাগরণঃ তাবেঈ ও আহলুল ইরফান মক্কাবাসীর দৃষ্টিতে

তাবেঈদের মধ্যে যারা এ রাতে সজাগ থাকতেন, তাঁদের সম্পর্কে ইবন রজব হাম্বলী বলেন,

وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ التَّابِعُوْنَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ كَخَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ وَمَكْحُوْلٍ وَلُقْمَانَ بْنِ عَامِرٍ وَغَيْرِهِمْ يُعَظِّمُوْنَهَا وَيَجْتَهِدُوْنَ فِيْهَا فِيْ الْعِبَادَةِ[22]

'সিরিয়ার তাবেঈগণ যেমন খালিদ ইবন মাদান, মাকহুল, লোকমান ইবন আমির ও অন্যান্যরা শাবানের মধ্যরজনীকে বিশেষ মর্যাদা দিতেন এবং বেশি বেশি ইবাদত করতেন।'

---

20 صحيح مسلم 1161 كتاب الصيام باب صوم سرر شعبان

21 صحيح مسلم 1162 كتاب الصيام باب صوم سرر شعبان

22 لطائف المعارف لابن رجب الحنبلي ت 795 ، ص 263 دار ابن كثير و وقال وأنكر ذلك أكثر علماء الحجاز منهم عطاء وابن أبي مليكة ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن فقهاء أهل المدينة وهو قول أصحاب مالك وغيرهم وقالوا: ذلك كله بدعة.

এই রাতে কীভাবে জাগতে হবে, তা নিয়ে সিরিয়ার আলিমদের মধ্যে দুটি মত রয়েছে,

১। মসজিদে সবাই মিলে রাত্রিজাগরণ করা মুস্তাহাব। খালিদ ইবন মাদান, কমান ইবন আমির প্রমুখ এ রাতে তাঁদের সর্বোত্তম জামা পরে নিতেন, সুগন্ধী ধোঁয়া দিতেন, চোখে সুরমা লাগাতেন এবং সারা রাত ধরে মসজিদে সালাত আদায় করতেন। এক্ষেত্রে ইসহাক ইবন রাহওয়াইহ তাঁদের সাথে একমত পোষণ করেছেন। তাঁর মতে হলো, জামায়াতবদ্ধভাবে ইবাদত-বন্দেগিতে মসজিদে রাত্রি জাগরণ বিদআত নয়। হারব আল কিরমানি তাঁর মাসাইল গ্রন্থে তাঁর থেকে এটি বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয়ত, এ রাতে সালাত, দুআ, ওয়াজ-নসিহত ইত্যাদির জন্য মসজিদে একত্রিত হওয়া মাকরুহ। তবে ব্যক্তি যদি নিজে একাকী সালাত আদায় করে, তবে তা মাকরুহ নয়। এটা সিরিয়াবাসীদের ইমাম আওযায়ি এবং অন্যান্য আলিম ও ফকিহদের মত। এটাই সত্যের সবচেয়ে কাছাকাছি মত। ইনশাআল্লাহ।

উমর ইবন আব্দুল আযিয এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে, তিনি তাঁর বসরার গভর্নরকে চিঠি লিখেছিলেন,

عَلَيْكَ بِأَرْبَعِ لَيَالٍ مِنْ السَّنَةِ فَإِنَّ اللهَ يُفْرِغُ فِيهِنَّ الرَّحْمَةَ إِفْرَاغًا : أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَلَيْلَةِ الْفِطْرِ وَلَيْلَةِ الْأَضْحى

'বছরের চারটি রাতের ব্যাপারে সচেতন থাকো। ঐ রাতগুলোতে আল্লাহ তায়ালা অনেক রহমত বর্ষণ করেন। সে রাতগুলো হলো: রজবের প্রথম রাত, মধ্য শাবানের রাত, ঈদুল ফিতরের রাত ও ঈদুল আযহার রাত।' অবশ্য এ বর্ণনাটি তাঁর থেকে কতটুকু সহিহ, তাতে আলোচনার অবকাশ রয়েছে।[23]

মধ্য শাবানের রজনীতে মক্কাবাসীর আমল

আল্লামা ফাকেহি মধ্য শাবানের রজনীতে এর ফযিলত লাভের জন্য মক্কাবাসীর মুজাহাদার কথা বলেছেন। তিনি লিখেছেন,

---

23 لطائف المعارف لابن رجب الحنبلي ت 795 ، ص 263 دار ابن كثير

وَأَهْلُ مَكَّةَ فِيمَا مَضَى إِلَى الْيَوْمِ إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، خَرَجَ عَامَّةُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَصَلَّوْا، وَطَافُوا، وَأَحْيَوْا لَيْلَتَهُمْ حَتَّى الصَّبَاحَ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، حَتَّى يَخْتِمُوا الْقُرْآنَ كُلَّهُ، وَيُصَلُّوا، وَمَنْ صَلَّى مِنْهُمْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ مِائَةَ رَكْعَةٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِالْحَمْدُ، وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ، وَأَخَذُوا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَشَرِبُوهُ، وَاغْتَسَلُوا بِهِ، وَخَبَّؤُوهُ عِنْدَهُمْ لِلْمَرْضَى، يَبْتَغُونَ بِذَلِكَ الْبَرَكَةَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ، وَيُرْوَى فِيهِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ[24]

'এ সময় পর্যন্ত মক্কাবাসীদের চিরাচরিত নিয়ম হলো, যখনই মধ্য শাবানের রজনী আসে, নারী-পুরুষ সবাই মসজিদে এসে নামায পড়ে, কাবাঘর তাওয়াফ করে এবং মসজিদে হারামে রাত জেগে ভোর পর্যন্ত তিলাওয়াতে কাটিয়ে দেয়। এমনকি পুরো কুরআনই খতম করে ফেলে এবং সালাত আদায় করে। তাদের কেউ ঐ রাতে একশ রাকাত সালাত আদায় করে। প্রতি রাকাতে একবার সূরা ফাতিহা ও দশবার সূরা ইখলাস পড়ে। এ রাতে তারা যমযমের পানি উঠিয়ে পান করে, গোসল করে এবং রোগীদের জন্য জমিয়ে রাখে। এতে তাদের উদ্দেশ্য হলো এ রাতের বরকত হাসিল করা। এ রাতের ব্যাপারে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে।' [25]

ইমাম শাফেঈ র. বলেছেন,

بَلَغَنَا أَنَّ الدُّعَاءَ يُسْتَجَابُ فِيْ خَمْسِ لَيَالٍ : لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيْدَيْنِ وَأَوَّلِ رَجَبٍ وَنِصْفِ شَعْبَانَ[26]

'আমাদের কাছে পৌঁছেছে যে, পাঁচটি রাতে দুআ কবুল হয়ে থাকে: জুমআর রাত দুঈদের রাত, রজবের প্রথম রাত ও মধ্য শাবানের রাত।'

---

24 أخبار مكة للفاكهي ج 3 ص 84

25 أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس المكي الفاكهي (المتوفى: 272هـ.)

26 الأم للشافعي رقم 492 ج 2 ص 485

ইবন তায়মিয়া বলেন,

وَأَمَّا لَيْلَةُ النِّصْفِ فَقَدْ رُوِيَ فِي فَضْلِهَا أَحَادِيثُ وَآثَارٌ وَنُقِلَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ السَّلَفِ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ فِيهَا فَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِيهَا وَحْدَهُ قَدْ تَقَدَّمَهُ فِيهِ سَلَفٌ وَلَهُ فِيهِ حُجَّةٌ فَلَا يُنْكَرُ مِثْلُ هَذَا. وَأَمَّا الصَّلَاةُ فِيهَا جَمَاعَةً فَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى قَاعِدَةٍ عَامَّةٍ فِي الِاجْتِمَاعِ عَلَى الطَّاعَاتِ وَالْعِبَادَاتِ فَإِنَّهُ نَوْعَانِ أَحَدُهُمَا سُنَّةٌ رَاتِبَةٌ إمَّا وَاجِبٌ وَإِمَّا مُسْتَحَبٌّ كَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ. وَصَلَاةِ الْكُسُوفِ وَالِاسْتِسْقَاءِ وَالتَّرَاوِيحِ فَهَذَا سُنَّةٌ رَاتِبَةٌ يَنْبَغِي الْمُحَافَظَةُ عَلَيْهَا وَالْمُدَاوَمَةُ. وَالثَّانِي مَا لَيْس بِسُنَّةٍ رَاتِبَةٍ مِثْلَ الِاجْتِمَاعِ لِصَلَاةِ تَطَوُّعٍ مِثْلَ قِيَامِ اللَّيْلِ أَوْ عَلَى قِرَاءَةِ قُرْآنٍ أَوْ ذِكْرِ اللَّهِ أَوْ دُعَاءٍ. فَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ إذَا لَمْ يُتَّخَذْ عَادَةً رَاتِبَةً فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى التَّطَوُّعَ فِي جَمَاعَةٍ أَحْيَانًا وَلَمْ يُدَاوِمْ عَلَيْهِ إلَّا مَا ذُكِرَ وَكَانَ أَصْحَابُهُ إذَا اجْتَمَعُوا أَمَرُوا وَاحِدًا مِنْهُمْ أَنْ يَقْرَأَ وَالْبَاقِي يَسْتَمِعُونَ. وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ لِأَبِي مُوسَى ذَكِّرْنَا رَبَّنَا فَيَقْرَأُ وَهُمْ يَسْتَمِعُونَ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى أَهْلِ الصُّفَّةِ وَمِنْهُمْ وَاحِدٌ يَقْرَأُ فَجَلَسَ مَعَهُمْ وَقَدْ رُوِيَ فِي الْمَلَائِكَةِ السَّيَّارِينَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ الْحَدِيثُ الْمَعْرُوفُ. فَلَوْ أَنَّ قَوْمًا اجْتَمَعُوا بَعْضَ اللَّيَالِي عَلَى صَلَاةِ تَطَوُّعٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَّخِذُوا ذَلِكَ عَادَةً رَاتِبَةً تُشْبِهُ السُّنَّةَ الرَّاتِبَةَ لَمْ يُكْرَهْ.[27]

'মধ্য শাবানের রজনীর ফযিলত নিয়ে অনেক হাদিস ও আসার বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া একদল সালাফ থেকেও বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা এ রাতে সালাত আদায় করতেন। তাই এ রাতে ব্যক্তির সালাত হবে একাকী। সালাফরা এ আমল করে গেছেন। এক্ষেত্রে তাঁদের কাছে দলিল ছিল। তাই এমন ইবাদতকে অস্বীকার করা যাবে না। তবে এ রাতে জামায়াতবদ্ধ হয়ে সালাত

---

27 مجموع فتاوى ج 23 ص 132–133

আদায় করা নিয়ে কথা হলো, বিষয়টি ইবাদত ও আনুগত্যমূলক কাজে একত্রিত হওয়া নিয়ে সাধারণ বিধানের অধীন। এটি দুপ্রকার। প্রথম প্রকার হলো স্থায়ী প্রচলন। এটা ওয়াজিব হতে পারে আবার মুসতাহাবও হতে পারে। যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামায, জুমআ, দুঈদের নামায, চন্দ্রগহণ ও সূর্যগ্রহণের নামায, বৃষ্টিপ্রার্থনার নামায, তারাবীর নামায ইত্যাদি। এগুলো স্থায়ী প্রচলন। এগুলোকে স্থায়ীভাবে বজায় রাখতে হবে। দ্বিতীয় প্রকার হলো, যা স্থায়ী প্রচলন নয়। যেমন নফল নামাযের জন্য একত্রিত হওয়া। যেমন তাহাজ্জুদের নামায। অথবা কুরআন তিলাওয়াত বা আল্লাহর যিকর অথবা দুআর জন্য একত্রিত হওয়া। এগুলোতেও কোন ক্ষতি নেই, যতক্ষণ না এটাকে স্থায়ী অভ্যাস হিসেবে গ্রহণ করা না হয়। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয় সাল্লাম নিজেও কখনও কখনও জামায়াতের সাথে নফল আদায় করেছেন। কিন্তু হাদিসে বর্ণিত সময়গুলো ছাড়া এটা স্থায়ীভাবে করেননি। সাহাবীগণ যখন একত্রিত হতেন, তাঁরা নিজেরাই একজনকে তিলাওয়াত করতে বলতেন। এরপর অন্যরা শুনতেন। উমর ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আবু মুসা আশআরি রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বলতেন, 'আমাদেরকে আমাদের প্রভূর কথা স্মরণ করিয়ে দাও।' এরপর আবু মুসা তিলাওয়াত করতেন আর সাহাবীগণ শুনতেন। বর্ণিত আছে, একবার রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহলুস সুফফার কাছে আসলেন। তাঁদের একজন তখন তিলাওয়াত করছিলেন। তখন তিনিও তাঁদের সাথে বসে পড়লেন। এও বর্ণিত আছে যে, একদল ভ্রমণরত ফেরেশতা আছেন। তাঁরা যিকরের মজলিসের অনুগামী হন। এই হাদীসটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। তাই একদল মানুষ যদি কোন এক রাতে নফল নামায পড়ার জন্য একত্রিত হন এবং এটাকে স্থায়ী প্রচলনের অনুরূপ স্থায়ী অভ্যাস বানিয়ে না ফেলেন, তবে এটা মাকরুহ হবে না।'

ইবন তায়মিয়া আল ইকতিদা গ্রন্থে আরও বলেন,

لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَقَدَ رُوِيَ فِي فَضْلِهَا مِنْ الْأَحَادِيْثِ الْمَرْفُوْعَةِ وَالْآثارِ مَا يَقْتَضِيْ أَنَّهَا لَيْلَةٌ مُفَضَّلَةٌ وَأَنَّ مِنْ السَّلَفِ مَنْ كَانَ يَخُصُّهَا بِالصَّلَاةِ فِيْهَا، ....

لكِنَّ الَّذِيْ عَلَيْهِ كَثِيْرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَوْ أَكْثَرُهُمْ، مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ

عَلَى تَفْضِيْلِهَا، وَعَلَيْهِ يَدُلُّ نَصُّ أَحْمَدَ، لِتَعَدُّدِ الْأَحَادِيْثِ الْوَارِدَةِ فِيْهَا،[28]–

'শাবানের মধ্য রজনীর ফযিলত সম্পর্কে অনেক মারফু হাদিস ও আসার বর্ণিত হয়েছে, যা রাত্রিটিকে ফযিলতপূর্ণ হওয়া বোঝায়। সালাফদের মধ্যে কেউ কেউ এ রাতে বিশেষভাবে সালাত আদায় করতেন।... অবশ্য এক্ষেত্রে অনেকগুলো হাদিস বর্ণিত হওয়ায় আমাদের হাম্বলী মাযহাবের ও অন্যান্যদের মধ্যকার বিরাট সংখ্যক আলিম অথবা তাদের বেশিরভাগের যে মত, তা হলো এ রাতের বিশেষ ফযিলত রয়েছে। ইমাম আহমদের বক্তব্যও এদিকে নির্দেশ করে।'

মধ্য শাবানে কিবলা পরিবর্তনের ঘটনা

তাবারি বলেন,

وَاخْتَلَفَ السَّلَفُ مِنْ الْعُلَمَاءِ فِي الْوَقْتِ الَّذِيْ صُرِفَتْ فِيْهِ مِنْ هذِهِ السَّنَةِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ- وَهُمْ الْجُمْهُوْرُ الْأَعْظَمُ: صُرِفَتْ فِي النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا مِنْ مَقْدَمِ رَسُوْلِ الله صلى الله عليه وآله وسلَّمَ الْمَدِيْنَةَ[29]

'এ বছর কখন কিবলা পরিবর্তন হয়েছিল, তা নিয়ে পূর্বযুগের আলিমগণ মতপার্থক্য করেছেন। তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন (এরাই বৃহত্তম অংশ), কিবলা পরিবর্তন হয়েছিল রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনায় আগমনের ১৮ তম মাসের শুরুতে শাবানের মধ্যভাগে।'

এই সংক্ষিপ্ত কলেবরে আমরা যেসব হাদিস উল্লেখ করেছি, তাতে এই রাতের বিশেষ ফযিলতের কথা খুব সহজেই বুঝতে পারা উচিত। কিন্তু এজন্য প্রয়োজন সুস্থ হৃদয় ও বুদ্ধিবৃত্তি। সবধরনের ব্যক্তিপরস্তি, দলপরস্তি ও গোঁড়ামি ছেড়ে কেউ যদি এ হাদিসগুলো নিয়ে আন্তরিকভাবে খোলামনে চিন্তা করেন, আমরা আশা করতে পারি, তিনি শাবান মাসের মধ্যরজনীর ফযিলত উপলব্ধি করতে পারবেন।

---

28 اقتضاء الصراط المستقيم ج 2 ص 137–136

29 تاريخ الطبري ج 2 ص 416

শবে বরাত অত্যন্ত বরকতময় একটি রাত। একজন মুমিন এটাকে দুনিয়া আখিরাতের কল্যাণ লাভের এক বিরাট সুযোগ হিসেবে দেখে। তাই যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে এই রাতটি কাটানো উচিত। এ রাতে শরিয়াত সমর্থিত যেকোন ধরনের ভালো আমল আমরা করতে পারি। কুরআন তিলাওয়াত থেকে শুরু করে নফল সালাত আদায়, মানুষকে খাদ্যদান, ওয়াজ-মাহফিল করা, কবর যিয়ারত করা, ইসালে সাওয়াবের আয়োজন ইত্যাদি নানা ধরনের ভালো কাজ আমরা করতে পারি। তবে খেয়াল রাখতে হবে, ইবাদত-বন্দেগী ভুলে আমরা যেন ঠাট্টা তামাশায় মত্ত হয়ে না যায়।

শবে বরাতকে ঘিরে অনেক ক্ষতিকর রীতিনীতি প্রচলিত আছে। যেমন বিকট শব্দে আতশবাজি ফুটানো, গভীর রাত পর্যন্ত গান বাজনা করে মানুষকে কষ্ট দেয়া, ওয়াজ মাহফিলে বানোয়াট কাহিনী বলা, নাচগানের আয়োজন করা ইত্যাদি। এসব কাজ থেকে যথাসম্ভব বিরত থাকা উচিত।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে শাবান মাসের মধ্যরজনীর যাবতীয় নিয়ামত লাভের তাওফিক দান করুন এবং আস সিরাতুল মুসতাকিমের উপর অটল ও অবিচল রাখুন। আমিন।


সফরুল
মদীনা